Vol. 36 | No. 1 | 1992

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্র : সংখ্যাসূচক প্রতীকী শব্দ

Volume	36
Issue	1
Year	1992
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	দিলীপকুমার ভট্টাচার্য্য
Published online	October 1, 1992
DOI	10.62328/sp.v36i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v36i1.6
Pages	111-128
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্র : সংখ্যাসূচক প্রতীকী শব্দ

দিলীপকুমার ভট্টাচার্য্য

বৈদিক ও ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যে ছন্দোবিষয়ক প্রাপ্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম পিঙ্গলাচার্যপ্রণীত *ছন্দঃসূত্র* । অবশ্য *ছন্দঃসুত্রে* কাশ্যপ, সৈতব, রাত মাণ্ডব্য, তাণ্ডী প্রমুখ প্রাচীন ছান্দসিকগণের নামোল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয় যে ছন্দশাস্ত্রের উৎপত্তি পিঙ্গলের পূর্বেই অর্থাৎ খ্রি.পূ. প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের পূর্বেই হয়েছিল[১] । কিন্তু আমাদের বিশাল বেদনা, এঁদের প্রণীত গ্রন্থগুলো কালের অতলগর্ভে বিলুপ্ত হওয়ায় এগুলোর সঙ্গে আমাদের কোন সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে নি।

পিঙ্গলের পরবর্তীকালে *জনাশ্রয়ী ছন্দোবিচিতি, জয়দেবচ্ছন্দঃ, বৃত্তজাতিসমুচ্চয়, ছন্দোঽনুশাসন, স্বয়ম্ভূচ্ছন্দঃ, বৃত্তরত্নাকর, সুবৃত্ততিলক, শ্রুতবোধ, বাণীভূষণ, ছন্দোমঞ্জরী, বৃত্তমুক্তাবলী, রাগবল্লভ, বৃত্তমৌক্তিক, বৃত্তদর্পণ, জগন্মোহনবৃত্তশতক, বৃত্তরত্নার্ণব, বৃত্তকল্পদ্রুম, বৃত্তকৌমুদী, বৃত্ততরঙ্গিণী, মন্দারমরন্দচম্পূ* প্রভৃতি গ্রন্থেও ধ্রুপদী সংস্কৃত ছন্দের লক্ষণ নির্দেশিত হয়েছে। ভরতের *নাট্যশাস্ত্রে* এবং *গড়ুরপুরাণ, বামনপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ* প্রভৃতি কতিপয় পুরাণগ্রন্থেও সংস্কৃত ছন্দের লক্ষণ নির্দেশিত হয়েছে। এ-সকল গ্রন্থে উল্লিখিত ছন্দের লক্ষণ থেকে একথা স্পষ্টীকৃত যে ছন্দের সঙ্গে যতি সম্যকরূপে সংশ্লিষ্ট। যতি প্রয়োগের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ছন্দের মাধুর্য সৃষ্টি। যেখানে যতির ব্যবহারে কাব্যের শ্লোক শ্রুতিদোষে দুষ্ট হয়, সেখানে যতির ব্যবহার সঙ্গত নয়। পক্ষান্তরে যেখানে যতিপ্রয়োগে শ্লোকের মনোহারিত্ব সম্পাদিত হয়, সে-স্থলে যতি অবশ্য প্রযোজ্য। একারণেই সংস্কৃত ছান্দসিকগণ শ্লোকের চারুত্ব সম্পাদনে অধিকাংশ ছন্দের যতিস্থল নির্দেশ করেছেন। কিন্তু যতিস্থল নির্ণয়ে ছান্দসিকগণ সহজ গাণিতিক সংখ্যা প্রয়োগ করেন নি, তাঁরা প্রয়োগ করেছেন সংখ্যাসূচক প্রতীকী শব্দ। ছন্দের লক্ষণ নির্ণয়েও[২] তাঁরা কখনও কখনও সংখ্যাসূচক প্রতীকী শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই সংখ্যাসূচক প্রতীকী শব্দগুলির তালিকা প্রণীত হয়েছে কেশব মিশ্র-প্রণীত *অলঙ্কারশেখর*, কেদার ভট্টকৃত *বৃত্তরত্নাকর*, চন্দ্রশেখর ভট্টকৃত *বৃত্তমৌক্তিক*, পুরুষোত্তম ভট্টকৃত

অঙ্কাভিধান, দেবেশ্বর রচিত *কবিকল্পলতা,* শ্রীকৃষ্ণকবি রচিত *মন্দারমরন্দচম্পূ* প্রভৃতি গ্রন্থে। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ব্যতিরেকে বিভিন্ন শাস্ত্র থেকেও বহু সংখ্যাসূচক প্রতীকী শব্দ গৃহীত হয়েছে। সংস্কৃত ছান্দসিকগণের ব্যবহৃত এই শব্দসমূহ কিন্তু তাঁদের স্বেচ্ছাপ্রসূন নয়, প্রতিটি শব্দ গ্রহণের পশ্চাতেই বিদ্যমান সঙ্গত কারণ, যেমন প্রতিবর্ষে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই ষড়ঋতুর আবির্ভাব ঘটে বলে 'ঋতু' শব্দটি গৃহীত হয়েছে ছয় সংখ্যার প্রতীকরূপে। আবার প্রতিমাসে কৃষ্ণ ও শুক্ল এ দুটি পক্ষ থাকায় 'পক্ষ' শব্দটি গৃহীত হয়েছে দুই সংখ্যার প্রতীকরূপে।

সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে বিভিন্ন সংখ্যার প্রতীকরূপে ব্যবহৃত এই শব্দরাশির একটি তালিকা এখানে উপস্থাপন করা হল:

শূন্য(০): খ, আকাশ, ব্যোম, নভঃ, গগন, রিক্ত, বিন্দু, বিয়ৎ, অভ্র, অন্তরীক্ষ, চক্রবাল, কান্তামধ্য (যোনি)।

এক: আত্মা, ইন্দু, ইন্দ্রহস্তী (ঐরাবত), ইন্দ্রাশ্ব (উচ্চৈঃশ্রবা), গজাস্যরদ[৩] (গণেশের দাঁত), ভূ, ধ্রুবতারকা, অর্ক, সূর্য, চন্দ্র, বিঘ্নেশরদ (গণেশের দাঁত), শুক্রদৃক্ (দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের চক্ষু)।

দুই: পক্ষ (কৃষ্ণ ও শুক্ল), নদীকূল, অসিধারা, রামনন্দন (কুশ ও লব), কর, হস্ত, অক্ষি, যুগ, যুক্, দ্বন্দ্ব, যম, যামল, উভ, দ্বৈত, মিথুন, দ্বি, দ্বিক, যুগ্ম, দ্বিতীয়, যমল, নরশ্রুতি (মনুষ্যকর্ণ), নরভুজ, দ্বিতয়, কুচ, স্তন, পয়োধর, পাদ, বাহু, গুল্ফ, জঙ্ঘা, ওষ্ঠ, রাঘবাত্মজ (কুশ ও লব), কপোল, নয়ন, ভ্রূ, নিতম্ব, অয়ন,[৪] পক্ষ (নেত্রপ্রান্ত), হনু (চোয়াল), উরু।

তিন: কাল (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ), অগ্নি (দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয়), গঙ্গামার্গ (স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল), ঈশদৃক্ (মহাদেবের চক্ষু), গুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ), গ্রীবারেখা, কালিদাসকাব্য *(রঘুবংশ, কুমারসম্ভব* ও *মেঘদূত),* শূলশিখা, সন্ধ্যা (প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা), রাম (পরশুরাম, দশরথপুত্র রাম ও কৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম), বিষ্ণু (ঋগ্‌বেদে সূর্যকে বিষ্ণু বলা হয়েছে, সুতরাং বিষ্ণুর রূপ তিনটি—প্রাতঃকালীন, মধ্যাহ্নকালীন ও সায়ংকালীন), বিষ্ণুঙ্ঘ্রি/ত্রিবিক্রমপদার্পণ (বামনরূপী বিষ্ণুর তিনপা), জ্বরাঙ্ঘ্রি (জ্বর পুরুষের তিন পা),[৫] রুদ্রাক্ষি (মহাদেবের ত্রিনয়ন), ভুবন (স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল), নাড়ী (ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না), গায়ত্রী (ত্রিপাদবিশিষ্ট বৈদিক ছন্দ), বহ্নিচরণ (অগ্নির পাদত্রয়), বিষ্ণুপত্নী (লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা)।

চার : পদার্থ (তুতাত ভট্টের মতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও সামান্য ভেদে পদার্থ চার প্রকার), বেদ/শ্রুতি (ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব), ব্রহ্মাস্য (ব্রহ্মার মুখ),

বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র), অব্ধি (পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণদিকস্থ চতুঃসমুদ্র), হরিবাহু, স্বর্দন্তিদন্ত (ইন্দ্রের হাতির দাঁত), সেনাঙ্গ (অশ্বারোহী, গজারোহী, রথারোহী ও পদাতিক বাহিনী), উপায় (সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড), যাম (প্রহর), যুগ (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি), আশ্রম (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস), গোস্তন, অর্ণব, সমুদ্র, পুরুষার্থ (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ), প্রমাণ (প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ)।[৬]

পাঁচ: পাণ্ডব (যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব), রুদ্রাস্য, শিবাস্য, ইন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় বাক্, পাণি পাদ, পায়ু ও উপস্থ), মহাপাপ (ব্রহ্মহত্যা, সুরা-পান, চৌর্যবৃত্তি, গুরুপত্নীর সঙ্গে সঙ্গম এবং উক্ত চতুর্বিধ পাপাচরণকারীর সাহচর্য),[৭] মহামখ/মহাযজ্ঞ (ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ),[৮] মহাকাব্য (*রঘুবংশ*, *কুমারসম্ভব*, *কিরাতার্জুনীয়*, *শিশুপালবধ* ও *নৈষধচরিত*), মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম), পুরাণলক্ষণ (সর্গ—সৃষ্টি, প্রতিসর্গ—প্রলয়ের পর নব সৃষ্টির বিকাশ, বংশ—দেবতা ও ঋষিগণের বংশবর্ণনা, মন্বন্তর—মনুগণের শাসনকাল ও বংশানুচরিত—রাজগণের বংশের ইতিহাস),[৯] অনিল (প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান), বর্গ (ক, চ, ট, ত, প), ইন্দ্রিয়ার্থ (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ), স্বর্দ্রু (স্বর্গের বৃক্ষ—মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্প ও হরিচন্দন),[১০] সায়ক/ইষু/বাণ (সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন। এই পঞ্চবাণ অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা ও নীলোৎপল দ্বারা নির্মিত)[১১], পল্লব (আম, বট, অশ্বত্থ, পাঁকুড় ও যজ্ঞডুমুর), অগ্নি (দক্ষিণ, গার্হপত্য, আহবণীয়, সভ্য ও আবসথ্য), কোশ (অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়), পুরশ্চরণ (জপ, হোম, তর্পণ, স্নান ও বিপ্রভোজন), শস্য (ধান্য, যব, শ্বেতসর্ষপ, তিল ও মুগ), রত্ন (মণি, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ ও রৌপ্য), গব্য (গোমুত্র, গোময়, দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত), কন্যা (অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী),[১২] পিতা (জন্মদাতা, ভয়ত্রাতা, দীক্ষাদাতা, অন্নদাতা ও শ্বশুর),[১৩] ব্রতাগ্নি পুষ্কর,[১৪] কষায় (জাম, শিমুল, বেড়েলা, বকুল ও কুল)),[১৫] অঙ্গ (দুগ্ধ, শর্করা, ঘৃত, দধি ও মধু। মতান্তরে—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন। অন্য মতে—তিথি, বার, নক্ষত্র, যোগ ও করণ)।[১৬]

ছয়: বজ্রকোণ, ত্রিশিরোনেত্র (রাবণের পুত্র ত্রিশিরা ত্রিনেত্র ও ষট্‌চক্ষু বিশিষ্ট), দর্শন (সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, ন্যায়, পূর্বসীমাংসা, উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত), গুহানন/মহাসেনবদন (কার্তিকেয়র মুখ), ঋতু, রস (কটু, অম্ল, লবণ, মধুর, তিক্ত ও কষায়), বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ), কর্ম (ব্রাহ্মণের অবশ্য করণীয় ষট্‌কর্ম- যজন, যাজন, অধ্যয়ন,

অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ), চক্রবর্তী (যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জুন ও কালকেশী),[১৭] চক্র (মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা)।

সাত: পাতাল (অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল), ভুবন (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ জন, তপঃ ও সত্য), মুনি (মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ),[১৮] দ্বীপ (জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর),[১৯] বার (সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি ও রবি), সমুদ্র (লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পী বা ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও জলময় সপ্ত সমুদ্র),[২০] স্বর (নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়ুজ, মধ্যম, পঞ্চম ও ধৈবত),[২১] বহ্নিশিখা (কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরুচী)[২২] অশ্ব/ হয় (অমৃতজাত, বাষ্পজাত, অগ্নিজাত, বেদজাত, অণ্ডজাত, গর্ভজাত ও সামজাত),[২৩] নগ/ পর্বত (মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষমান, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র),[২৪] তীর্থ (গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী),[২৫] রাজ্যাঙ্গ (স্বামী বা রাজা, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল বা সৈন্য),[২৬] ব্রীহি (বার্ষিক, কাণ্ডিত, শুক্ল, কৃষ্ণ, পাটল, কুক্কুটাণ্ডক, শালমুখ ও জতুমুখ),[২৭] চিরজীবী (অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণ, কৃপাচার্য ও পরশুরাম), বর্ষপর্বত (হিমবান্, হেমকূট, নিষধ, মেরু, চৈত্র, কর্ণী ও শৃঙ্গী),[২৮] পদার্থ (দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব)[২৯]

আট: যোগাঙ্গ (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি), বসু (ধ্রুব, ভব, সোম, বিষ্ণু, অনল, অনিল, প্রত্যুষ ও প্রভাস),[৩০] ঈশমূর্তি (ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, যজমান, সূর্য ও চন্দ্র),[৩১] দিগ্‌গজ (ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম ও সুপ্রতীক),[৩২] সিদ্ধি (অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, মহিমা, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা),[৩৩] নায়িকা (দুর্গার অষ্টশক্তি—উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চামুণ্ডা, অতিচণ্ডিকা)[৩৪] ব্রহ্মাশ্রুতি (চতুর্মুখ ব্রহ্মা অষ্ট কর্ণবিশিষ্ট), অহি/ভোগী/সর্প (অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীক, কর্কোট ও শঙ্খ),[৩৫] কুলাদ্রি,[৩৬] মঙ্গল (ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, স্বর্ণ, ঘৃত, সূর্য, জল ও রাজা),[৩৭] দিক্‌পাল (পূর্বাদি অষ্ট দিকরক্ষক), ব্যাকরণ (কৌমার, কাত্যায়ন, মাহেশ, পাণিনীয়, কলাপ, সংক্ষিপ্তসার, সুপদ্ম ও মুগ্ধবোধ)।

নয়: অঙ্গদ্বার (মুখ, নাসারন্ধ্রদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নেত্রদ্বয়, শিশ্ন ও গুহ্য), ভূখণ্ড (জম্বুদ্বীপের নয়টি ভূখন্ড--কুরু, হিরণ্ময়, কমন্বক, ইলাবৃত, হরি, কেতুমাল, ভদ্রাশ্ব, চিনার ও ভারত[৩৮], ব্যাঘ্রীস্তন, সুধাকুণ্ড, রস (শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র. বীর. ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত),[৩৯] ভক্তি (বিষ্ণুর নাম শ্রবণ,

কীর্তন, স্মরণ, পদসেবা, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন)[৪০], গ্রহ (সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু),[৪১] কন্যা (নটী, কাপালিকী, বেশ্যা, রজকী, নাপিতাঙ্গনা, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোপালকন্যা ও মালাকারকন্যা),[৪২] শেবধি (কুবেরের রত্ন—মুক্তা, মাণিক্য, বৈদূর্য, গোমেদ, বজ্র, বিদ্রুম, পদ্মরাগ, মরকত ও নীল),[৪৩] কৃত্তরাবণমস্তক (দশমস্তক রাবণের একটি মস্তক কর্তিত হলে নয়টি মস্তক অবশিষ্ট থাকে), রত্ন (ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির ও বররুচি),[৪৪] দুর্গা (শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চণ্ডঘন্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী ও সিদ্ধিদাত্রী),[৪৫] নিধি (পদ্ম, মহাপদ্ম, শংখ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, খর্ব ও নীল)।

দশ: হস্তাঙ্গুলি, শম্ভুবাহু (পঞ্চানন শম্ভুর বাহুসংখ্যা দশ), রাবণমস্তক, কৃষ্ণাবতার (মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি),[৪৬] দিক/আশা (পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈর্ঋত, ঊর্ধ্ব ও অধঃ), বিশ্বদেব (ক্রতু, দক্ষ, বসু, সত্য, কাম, কাল, ধ্বনি, রোচক, আদ্রব ও পুরূরবা),[৪৭] অবস্থা (অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকথন, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃত্যু।[৪৮] পঞ্চ দৈবাবস্থা ও পঞ্চ লৌকিক অবস্থাকেও একত্রে দশাবস্থা বলা যায়। পঞ্চ দৈবাবস্থা—হুতাশন, জল, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মরণ। পঞ্চ লৌকিক অবস্থা—আগন্তুকজাত, চৌরজাত, পরজাত, রাজবল্লভজাত ও পৃথিবীপতিলোভজাত),[৪৯] ধর্ম (ধৃতি, ক্ষমা, দম, অচৌর্য, শুচিতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ),[৫০] ধূপ (মধু, মুস্ত, ঘৃত, গন্ধ, গুগ্‌গুল, অগুরু, শৈলজ, সরল, সিহল ও সিদ্ধার্থ),[৫১] রূপক (নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথী ও প্রহসন),[৫২] ইন্দুবাজী (চন্দ্রাশ্ব), দিক্‌পাল (ইন্দ্র, বহ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ, পবন, ধনদা, ঈশান, ব্রহ্মা ও অনন্ত),[৫৩] সংস্কার (বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও সমাবর্তন। মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার—জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি),[৫৪] মহাবিদ্যা (কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা),[৫৫]

এগার: মহাদেব/ রুদ্র (অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র ও হর),[৫৬] কুরুসেনা (এগার অক্ষৌহিণী), করণ (বব, বালব, কৌলব, তৈতিল, গর, বণিজ, ও বৃষ্টি-এই সাতটি ববকরণ; শুকুনি, চতুষ্পাদ, নাগ ও কৃতঘ্ন-এই চারটি ধ্রুবকরণ। করণ মোট এগার প্রকার)।

বার: অর্ক/ইন/সূর্য (ইন্দ্র, ধাতা, পর্যন্য, তুষ্টা, পূষা, অর্যমা, ভগ, বিবস্বান্, বিষ্ণু, অংশ, বরুণ ও মিত্র),[৫৭] গুহবাহু (কার্তিকেয়র বাহুসংখ্যা বার), শারিকোষ্ঠ (পাশার ছক—এতে বারটি ঘর থাকে), সেনানীনেত্র (কার্তিকেয়র মুখসংখ্যা ছয়, সুতরাং নেত্রসংখ্যা বার)।

তের: তাম্বুলগুণ (কটু, তিক্ত, উষ্ণ মধুর, ক্ষার, কষায়, বাতবিনাশক, কৃমিনাশক, কফনাশক, দুর্গন্ধিদোষাপহারক, মুখের ভূষণ, সুগন্ধিকারক, কামাগ্নিসন্দীপক),[৫৮] বীথ্যঙ্গ (উদ্‌ঘাত্যক, অবলগিত, প্রপঞ্চ, ত্রিগত, ছল, বাক্‌কেলি, অধিবল, গণ্ড, অবস্যন্দিত, নালিকা, অসৎপ্রলাপ, ব্যাহার ও মার্দব),[৫৯] প্রতিমুখাঙ্গ (বিলাস, পরিসর্প, বিধুত, তাপন, নর্ম, নর্মদ্যুতি, প্রগমন, বিরোধ, পর্যুপাসন, পুষ্প, বজ্র, উপন্যাস ও বর্ণসংহারা)।[৬০]

চৌদ্দঃ বিদ্যা (চতুর্বেদ, ষড়ুবেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ),[৬১] যম (যম, ধর্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল, সর্বভূতক্ষয়, ঔডুম্বর, দধন্, নীল, পরমেষ্ঠী, বৃকোদর, ধর্ম ও চিত্রগুপ্ত),[৬২] মনু (স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি), ভুবন (সপ্তলোক, সপ্তদ্বীপ)।

পনর: তিথি (প্রতিপৎ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা বা অমাবস্যা), কান্তাকলা।

ষোল: চন্দ্রকলা (অমৃতা, মানদা, পূষা, তুষ্টি, পুষ্টি, অতিধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা, অমৃতা ও কামদায়িনী),[৬৩] মাতৃকা (গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, কুলদেবতা ও আত্মদেবতা),[৬৪] পদার্থ (ন্যায়দর্শন মতে—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান)।[৬৫]

সতর: সংস্কার, প্রাজাপত্য পশু।

আঠার: দ্বীপ (জম্বুপ্লক্ষাদয়ঃ সপ্ত, কাশ্যাদিরূপা একাদশ চ। ৭ + ১১ = ১৮), বিদ্যা (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র),[৬৬] পুরাণ (ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড),[৬৭] স্মৃতি (মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম,

আপস্তম্ব, সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শংখ, দক্ষ, গোতম ও বশিষ্ঠ—এই আঠারজন প্রধান স্মৃতিশাস্ত্রকার),[৬৮] পর্ব (*মহাভারতের* পর্বসংখ্যা ১৮—আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, আশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ)।

উনিশ: দেববাদ্য।

বিশ: রাবণভুজ, রাবণকপোল, রাবণাক্ষি, রাবণভ্রূ।

চব্বিশ: ন্যায়গুণ (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, পরিমাণ, সংখ্যা, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, সংস্কার, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, পুণ্য, পাপ ও জ্ঞান), জাতি (গৌতমপ্রোক্ত জাতি ২৪টি—সাধর্ম্যসমা, বৈধর্ম্যসমা, উৎকর্ষসমা, অপকর্ষসমা, বর্ণ্যসমা, অবর্ণ্যসমা, বিকল্পসমা, সাধ্যসমা, প্রাপ্তিসমা, অপ্রাপ্তিসমা, প্রসঙ্গসমা, প্রতিদৃষ্টান্তসমা, অনুৎপত্তিসমা, সংশয়সমা, প্রকরণসমা, অহেতুসমা, অর্থাপত্তিসমা, অবিশেষসমা, উপপত্তিসমা, উপলব্ধিসমা, অনুপলব্ধিসমা, অনিত্যসমা, নিত্যসমা ও কার্যসমা)।

পঁচিশ: তত্ত্ব (সাংখ্যদর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত—পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎ বা বুদ্ধি, অহঙ্কার, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, রূপ, রস, মন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম),[৬৯]

সাতাশ: নক্ষত্র (অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আদ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফাল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী)।

পঁয়ত্রিশ: ইন্দ্র (ইন্দ্র, মরুত্বান্, মঘবা, বিড়োজা, পাকশাসন, বৃদ্ধশ্রবা, সুনাসীর, পুরুহূত, পুরন্দর, জিষ্ণু, লেখর্ষভ, শক্র, শতমন্যু, দিবস্পতি, সুত্রামা, গোত্রভিৎ, বজ্রী, বাসব, বৃত্রহা, বৃষা, বাস্তোস্পতি, সুরপতি, বলারতি, শচীপতি, জম্ভভেদী, হরিহয়, স্বারাট্, নমুচিসূদন, সংক্রন্দন, দুশ্চাবন্, তুরাষাট্, মেঘবাহন, আখণ্ডল, সহস্রাক্ষ ও ঋভুক্ষা)।[৭০]

শত: ধার্তরাষ্ট্র (দুর্যোধন, যুযুৎসু, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল, জলসন্ধ, সম, সহ, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্দ্ধর্ষ, সুবাহু, দুষ্প্রধর্ষণ, দুর্মর্ষণ, দুর্মুখ, দুষ্কর্ণ, কর্ণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, শল, সত্ত্ব, সুলোচন, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, শরাসন, দুর্মদ, দুর্বিগাহ, বিবিৎসু, বিকটানন, উর্ণনাভ, সুনাভ, নন্দ,

উপনন্দক, চিত্রবাণ, চিত্রবর্মা, সুবর্মা, দুর্বিমোচন, অয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রাঙ্গ, চিত্রকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, বলবর্ধন, উগ্রায়ুধ, সুষেণ, কুণ্ডধার, মহোদর, চিত্রায়ুধ, নিষঙ্গী, পাশী, বৃন্দারক, দৃঢ়বর্মা, দৃঢ়ক্ষেত্র, সোমকীর্তি, অনূদর, দৃঢ়সন্ধ, সত্যসন্ধ, জরাসন্ধ, সদ, সুবাক্, উগ্রশ্রবা, উগ্রসেন, দুষ্পরাজয়, অপরাজিত, কুণ্ডশায়ী, বিশালাক্ষ, দুরাধর, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চা, আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, নাগদত্ত, অগ্রযায়ী, কবচী, ক্রথন, কুণ্ডী, ধনুর্দ্ধর, উগ্র, ভীমরথ, বীরবাহু, অলোলুপ, অভয়, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, চিত্রকুণ্ডল, প্রমথ, প্রমাথী, দীর্ঘরোমা, দীর্ঘবাহু, ব্যূঢ়োঢু, কনকধ্বজ, কুণ্ডাশী ও বিরজা),[৭১] শতভিষক্তারকা, পুরুষায়ু।

সহস্র: জাহ্নবীবক্ত্র (গঙ্গার স্রোতোধারা), শেষশীর্ষ (অনন্তনাগের মস্তক), অম্বুজচ্ছদ (পদ্মদল), কার্তবীর্যার্জুনহস্ত, বেদশাখা।[৭২]

সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে যতিস্থল নির্দেশের জন্য এসব প্রতীকী শব্দের ব্যবহার ছান্দসিকগণের নিছক খেয়ালীপনা কিংবা হেঁয়ালী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নয়। এসব শব্দ প্রয়োগের মধ্যে তাঁদের বিচিত্র ও বহুমুখী প্রতিভা এবং বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। বেদ, বেদান্ত, দর্শন, ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, জ্যোতিষ, পৌরোহিত্য প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে এসব প্রতীকী শব্দ গৃহীত হয়েছে এবং প্রতিটি শব্দ গ্রহণের পশ্চাতে রয়েছে উপযুক্ত কারণ। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রেই শুধু নয়, অলঙ্কারশাস্ত্র,[৭৩] পুরাণ,[৭৪] জ্যোতিষ[৭৫] প্রভৃতি গ্রন্থেও এসব প্রতীকী শব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট। এতদ্‌ব্যতিরেকে ছন্দশাস্ত্রে কেবল যতিস্থল নির্দেশের ক্ষেত্রেই সংখ্যাসূচক প্রতীকী শব্দের প্রয়োগ সীমিত নেই। উল্লিখিত হয়েছে যে ছন্দলক্ষণেও প্রতীকী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তদুপরি চন্দ্রশেখর ভট্ট বৃত্তমৌক্তিক গ্রন্থে[৭৬] ছন্দের গণনির্দেশের ক্ষেত্রেও প্রতীকী শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এসব তথ্য থেকে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে প্রত্যক্ষভাবে গাণিতিক সংখ্যা প্রয়োগের পরিবর্তে সংখ্যাবাচক প্রতীকী শব্দসমূহের প্রয়োগ সংস্কৃত ছন্দ, সাহিত্যতত্ত্ব, পুরাণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বর্তমান। তবে সংখ্যাসূচক প্রতীকী শব্দের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রেই। পিঙ্গল, কেদারভট্ট, গঙ্গাদাস, চন্দ্রশেখর ভট্ট প্রমুখ ছান্দসিকগণ তাঁদের প্রণীত ছন্দোগ্রন্থসমূহে যতিস্থল প্রদর্শনের জন্য জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা থেকে যেসব সংখ্যাসূচক প্রতীকী শব্দ ব্যবহার করেছেন তা বিদগ্ধ জনের নিকট সাতিশয় ঈর্ষণীয় ও আকর্ষণীয়।

তথ্যসূত্র

১ সিংহোন্নতা কাশ্যপসা। (ছন্দঃ শাস্ত্র ৩/৯)
সর্বতঃ সৈতবস্য। (ছন্দঃ শাস্ত্র, ৫/১৮/)
উদ্ধর্ষিণী সৈতবস্য *(ছন্দঃ শাস্ত্র* ৭/১০)
অন্যত্র রাতমাণ্ডব্যাভ্যাম্। *(ছন্দঃ শাস্ত্র* ৭/৩৫).
সতোবৃহতী তাণ্ডিনঃ। *(ছন্দঃশাস্ত্র* ৩/৩৬)

২ বদ তোটকমব্ধিসকারযুতম্। *(ছন্দোমঞ্জরী,* পৃ. ৬৬)

৩ *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে* বর্ণিত হয়েছে যে পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধে গজমুণ্ডধারী গণেশের দুটি দাঁতের মধ্যে একটি দাঁত বিনষ্ট হয়। একারণেই গণেশ একদন্তবিশিষ্ট। গণেশের প্রণামমন্ত্রেও বলা হয়েছে:
একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজাননম্।
বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্।।
—*(শ্রীশ্রীদুর্গাপূজাপদ্ধতি,* পৃ. ১০০)

৪ "মাঘাদ্যাসার পর্যন্তমুত্তরায়ণসংজ্ঞিতম্।
শ্রাবণাৎ পৌষপর্যন্তং দক্ষিণায়নং সূচ্যতে।।
—*অমরকোষের* রঘুনাথ চক্রবর্তিকৃত টীকায় উদ্ধৃত, পৃ. ১৫

৫ জ্বরস্ত্রিপাদস্ত্রিশিরাঃ ষড়্ভুজো নবলোচনঃ।
ভষ্ম প্রহরণো রৌদ্রঃ কালান্তকযমোপমঃ।।
—কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ প্রণীত *পুরোহিতদর্পণ,* পৃ. ৩০৪

৬ প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি। —*ন্যায়সূত্র,*৩

৭ ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ।। *(মনুসংহিতা,* ১১। ১৫)

৮ অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞো নৃযজ্ঞোতিথিপূজনম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।। *(মনুসংহিতা,* ৩। ৭১)

৯ সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চ লক্ষণম্।। *(বায়ুপুরাণ,* ৪/১০/১১)

১০ পঞ্চৈতে দেবতরবঃ মন্দারঃ পারিজাতকঃ।
সন্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ পুংসি বা হরিচন্দনম্।।
—*অমরকোষাভিধানম্, স্বর্গবর্গ,* ৪৫

১১ সম্মোহনোন্মাদনৌ চ শোষণস্তাপনস্তথা।
স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা।
নীলোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ।।
—*স্বপ্নবাসবদত্তম্* নাটকের টীকায় উদ্ধৃত, পৃ. ১৩৩

১২ অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্।।
—*বাচস্পত্য অভিধান*, দ্বিতীয় খণ্ড ১৬৫০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১৩ অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যস্য কন্যা বিবাহিতা।
জনয়িতো পনেতা চ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ।।
—*বাচস্পত্য অভিধান*, ২০শ খণ্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১৪ কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পূণ্যানি...।।
—*পুরোহিতদর্পণ*, পৃ. ১২১

১৫ জম্বু শাল্মলী বাট্যালং বকুলং বদরং তথা।
—*পুরোহিতদর্পণ*, পৃ. ৭৬৫

১৬ দুগ্ধঞ্চ শর্করা চৈব ঘৃতং দধি তথা মধু।
মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যো মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
তিথির্বারশ্চ নক্ষত্রং যোগঃ করণমেব চ।
পঞ্চাঙ্গমেতদ্ বিজ্ঞেয়ং.............।।
—*অঙ্কাভিধানের* টীকায় উদ্ধৃত, ৫

১৭ যুধিষ্ঠিরো বিক্রমশালিবাহনৌ
ততো নৃপঃ স্যাদ্ বিজয়াভিনন্দনঃ।
ততশ্চ নাগার্জুনকালকেশিনৌ
কলৌ যুগে ষট্ চক্রবর্তিনঃ।।
—অঙ্কাভিধানের টীকায় উদ্ধৃত, ৬

১৮ মরীচিরত্রিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যঃ ক্রতুরঙ্গিরা।
বশিষ্ঠশ্চ মহাভাগো ব্রহ্মণো মানসাঃ সুতাঃ।।
—স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকের পাদটীকার ১৩৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১৯ জম্বু-প্লক্ষাহ্বয়ৌ দ্বীপৌ শাল্মলিশ্চাপরো দ্বিজ।
কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ ।।
—*বিষ্ণুপুরাণ* ২/২/৫

২০ লবণেক্ষু-সুরা-সর্পির্দধি-দুগ্ধ-জলৈঃ সমম্।।
—*বিষ্ণুপুরাণ* ২/২/৬
কারও কারও মতে সপ্ত সমুদ্র মানবদেহেও বর্তমান—
লবণৈর্বেষ্টিতো দেহ ইক্ষুস্তু মুখমণ্ডলে।।
সুরা স্যাল্লিঙ্গমূলে তু দুগ্ধস্তু স্তনমণ্ডলে।।
সর্পীস্তু নাসিকামধ্যে চন্দ্রমধ্যে তথা দধি।
জলস্তু উদরে চৈব ইত্যেতাঃ সপ্ত সাগরাঃ।।

২১ ষড়্জঋষভগান্ধারৌ মধ্যমো ধৈবতস্তথা।
পঞ্চমশ্চাপি বিজ্ঞেয়স্তথা চাপি নিষাদবান্।।
—*ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস* (পৃ. ১৫২)-এ উদ্ধৃত।

ময়ূর, চাতক, ছাগ, ক্রৌঞ্চ, কোকিল, দর্দুর (ব্যাঙ) ও হস্তী থেকে সপ্তস্বর গৃহীত:
ময়ূরচাতকচ্ছাগক্রৌঞ্চকোকিলদর্দুরাঃ।
গজশ্চ সপ্ত ষড়্জাদীন্ ক্রমাদুচ্চারয়ন্ত্যমী।।--
—*সঙ্গীতরত্নাকর* ২/৪৪

২২ কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী
লোলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বা।।
—*মুণ্ডকোপনিষৎ* ১/২/৪

২৩ অমৃতাদ্বাষ্পতো বহ্নের্বেদেভ্যোণ্ডাচ্চ গর্ভতঃ।
সাম্নো হয়ানামুৎপত্তিঃ সপ্তধা পরিকীর্তিতাঃ।।
—*বাচস্পত্য অভিধান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৮

২৪ মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষমানপি।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ ইত্যেতে কুলপর্বতাঃ।।
—*বিষ্ণুপুরাণ* ,২/৩/৩

২৫ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।
—*পুরোহিতদর্পণ*, পৃ. ১৯৩

২৬ স্বাম্যমাত্যসুহৃৎকোষরাষ্ট্রদুর্গবলানি চ।
—*অঙ্কাভিধানের টীকায়* উদ্ধৃত, ৭।

২৭ বার্ষিকাঃ কাণ্ডিতাঃ শুক্লা ব্রীহয়শ্চির পাকিনঃ।
কৃষ্ণব্রীহিঃ পাটলশ্চ কুক্কুটাণ্ডক ইত্যপি।।
শালমুখো জতুমুখ ইত্যাদ্যা ব্রীহয়ঃ স্মৃতাঃ।।
—*অঙ্কাভিধানের* টীকায় উদ্ধৃত, ৭

২৮ হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধো মেরুরেব চ।
চৈত্রঃ কর্ণী চ শৃঙ্গী চ সপ্তৈতে বর্ষপর্বতাঃ।।
—*অঙ্কাভিধানের* টীকায় উদ্ধৃত,৭

২৯ দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়াভাবাঃ সপ্তপদার্থাঃ।
—*তর্কসংগ্রহ*, পৃ. ১৫
দ্রব্যং গুণস্তথা কর্ম সামান্যং সবিশেষকম্।
সমবায়াস্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্তিতাঃ।।
—*ভাষাপরিচ্ছেদ*, ২

৩০ ধ্রুবো ভবশ্চ সোমশ্চ বিষ্ণুশ্চৈবানলো নিলঃ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোষ্ট প্রকীর্তিতাঃ।।
—*অঙ্কাভিধানের* টীকায় উদ্ধৃত, ৮

৩১ সূর্যো জলং মহী বহ্নির্বায়ুরাকাশমেব চ।
দীক্ষিতো ব্রাহ্মণঃ সোম ইত্যেবতনবঃ স্মৃতঃ।।
—*অঙ্কাভিধানের* টীকায় উদ্ধৃত, ৯

৩২ ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামনঃ কুমুদোঞ্জনঃ।
পুষ্পদন্তঃ সার্বভৌমঃ সুপ্রতীকশ্চ দিগ্‌গজাঃ।।
—*অমরকোষাভিধানম্‌*, স্বর্গবর্গ, ৭১

৩৩ অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা।।
—*মালবিকাগ্নিমিত্রম্‌* নাটকের টীকায় উদ্ধৃত, পৃ. ১৩৬

৩৪ উগ্রচণ্ডা প্রচন্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চামুণ্ডাতিচণ্ডিকা।।
—*পুরোহিতদর্পণ*, পৃ. ৭৫৯

৩৫ অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ।
কুলীকঃ কর্কোটঃ শঙ্খো হ্যষ্টনাগাঃ প্রকীর্তিতাঃ।।
—*অঙ্কাভিধানের* টীকায় উদ্ধৃত, ৮

৩৬ অষ্টকুলাচলাঃ সপ্তসমুদ্রাঃ।
—*মোহমুদ্‌গর*

৩৭ লোকেস্মিন্‌ মঙ্গলান্যষ্টৌ ব্রাহ্মণো গৌর্হুতাশনঃ।
হিরণ্যং সর্পীরাদিত্য আপো রাজা তথাষ্টমঃ।।
—*শব্দকল্পদ্রুম* পৃ. ৯২১

৩৮ *কুরুর্হিরণ্ময়ো* কমন্বকেলাবৃতহরয়ঃ।
কেতুমালশ্চ ভদ্রাশ্বশ্চিনারো ভারতো নব।।
—*অঙ্কাভিধানের* টীকায় উদ্ধৃত,৯

৩৯ শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসোদ্ভুত ইত্যষ্টৌ রসাঃ শান্তস্তথা মতঃ।।
—*সাহিত্যদর্পণ* ৩/১৮২

৪০ শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্‌।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌।।
—*শ্রীমদ্‌ভাগবত*, ৭/৫/২৪

৪১ সূর্যচন্দ্রৌ মঙ্গলশ্চ বুধশ্চাপি বৃহস্পতিঃ।
শুক্রঃ শনৈশ্চরো রাহুঃ কেতুরেতে নবগ্রহাঃ।।
—*অঙ্কাভিধানের টীকায়* উদ্ধৃত, ৯

৪২ নটী কপালিকী বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা।
ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্যা চ তথা গোপালকন্যকা।।
মালাকারস্য কন্যা চ নব কন্যা প্রকীর্তিতাঃ।
—*অঙ্কাভিধানের টীকায়* উদ্ধৃত,৯

৪৩ মুক্তামাণিক্যবৈদূর্যগোমেদা বজ্রবিদ্রুমৌ।
পদ্মরাগং মরকতং নীলংবিত্তেশনিধয়ঃ।।
—*অঙ্কাভিধানের* টীকায় উদ্ধৃত,৯

৪৪ ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুর্বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতৌ বরাহমিহিরৌ নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য।।
—*জ্যোতির্বিদ্যাভরণ* গ্রন্থের শ্লোক। *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা*-র ৮৭পৃষ্ঠায় ১ সংখ্যক পাদটীকায় উদ্ধৃত।

৪৫ প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী।
তৃতীয়ং চণ্ডঘন্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্।।
পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা।
সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমস্।।
নবমং সিদ্ধিদাত্রীতি নবদুর্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
—*শ্রীশ্রীচণ্ডী*, দেবী কবচ, শ্লোক ৩-৫

৪৬ মৎস্যঃ কূর্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী তথৈব চ।।
শ্রীশ্রীদুর্গাপূজাপদ্ধতি, পৃ. ১০৩

৪৭ ক্রতুর্দক্ষো বসুঃ সত্যঃ কামঃ কালস্তথা ধ্বনিঃ।
রোচকশ্চাদ্রবাশ্চৈব তথা চান্যঃ পুরূরবা।।
—*অঙ্কাভিধানের* টীকায় উদ্ধৃত, ১০

৪৮ অভিলাষশ্চিন্তাস্মৃতিগুণকথনোদ্বেগসংপ্রলাপাশ্চ।
উন্মাদো হত ব্যাধির্জড়তামৃতিরিতি দশাত্র কামদশাঃ।।
—*সাহিত্যদর্পণ*, পৃ. ২১০

৪৯ হুতাশনো জলং ব্যাধির্দুর্ভিক্ষং মরণং তথা।
ইতি পঞ্চবিধং দৈবং মানুষং ব্যসনং ততঃ।।
আগন্তুকেভ্যশ্চৌরেভ্যঃ পরেভ্যো রাজবল্লভাৎ।
পৃথিবীপতিলোভাচ্চ লৌকিকং পঞ্চধা মতম্।।
—*অঙ্কাভিধানের* টীকায় উদ্ধৃত, ১০

৫০ ধৃতিঃ ক্ষমা দমোস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধঃ দশকং ধর্মলক্ষণম্।।
—*মনুসংহিতা* ৬/৯২

৫১ মধু মুস্তং ঘৃতং গন্ধো গুগ্গুলাগুরু শৈলজম্।
সরলং সিহলসিদ্ধার্থং দশাঙ্গো ধূপ উচ্যতে।।
—*শব্দকল্পদ্রুম*, পৃ.৪৭৫

৫২ নাটকমথ প্রকরণং ভাণব্যায়োগসমবকারডিমাঃ।
ঈহামৃগাঙ্কবীথ্যঃ প্রহসনমিতি রূপকাণি দশ।।
—*সাহিত্যদর্পণ* ৬/৩

৫৩ ইন্দ্রো বহ্নিঃ পিতৃপতির্নৈর্ঋতো বরুণস্তথা।
পবনো ধনদেশানৌ ব্রহ্মানন্তৌ দিগীশ্বরাঃ।।
—*শ্রীশ্রীদুর্গাপূজাপদ্ধতি*, পৃ. ১০৩

৫৪ জননং জীবনং পশ্চাত্তাড়নং বোধনস্তথা।
তথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ
তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্রসংস্ক্রিয়াঃ।।
—*পুরোহিতদর্পণ*, পৃ. ৪৮৯

৫৫ কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।।
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।।
—*চণ্ডীচিন্তা*-য় উদ্ধৃত, পৃ. ৭৯

৫৬ অজৈক পাদাহির্ব্রধ্নো বিরূপাক্ষঃ সুরেশ্বরঃ।
জয়ন্তো বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকোপ্যপরাজিতঃ।
বৈবস্বতশ্চ সাবিত্রো হরো রুদ্রা ইতি স্মৃতঃ।।
—*অঙ্কাভিধানের* টীকায় উদ্ধৃত, ১১

৫৭ ইন্দ্রো ধাতাশ্চ পর্যন্যস্ত্বষ্টা পূষার্যমা ভগঃ।
বিবস্বান্ বিষ্ণুরংশশ্চ বরুণো মিত্র এব চ।।
—*অঙ্কাভিধানের* টীকায় উদ্ধৃত, ১২

৫৮ তাম্বুলং কটুতিক্তমুষ্ণমধুরং ক্ষারং কষায়ন্বিতং
বাতঘ্নং কৃমিনাশনং কফহরং দুর্গন্ধিদোষাপহম্।
বক্ত্রস্যাভরণং সুগন্ধিকরণং কামাগ্নিসন্দীপনং
তাম্বুলস্য ত্রয়োদশ গুণাঃ স্বর্গেপি তে দুর্লভাঃ।।
_*অঙ্কাভিধানের* টীকায় উদ্ধৃত, ১৩

৫৯ উদ্‌ঘাত্যকাবলগিতে প্রপঞ্চস্ত্রিগতং ছলম্।।
বাক্‌কেল্যাধিবলে গণ্ডমবস্যন্দিতনালিকে।
অসৎপ্রলাপব্যাহারমৃদ (মার্দ)বাণি চ তানি তু।।
—*সাহিত্যদর্পণ* ৬/২৫৫-৫৬

৬০ বিলাসঃ পরিসর্পশ্চ বিধুতং তাপনং তথা।
নর্ম নর্মদ্যুতিশ্চৈব তথা প্রগমনং পুনঃ।।
বিরোধশ্চ প্রতিমুখে তথা স্যাৎ পর্যুপাসনম্।
পুষ্পং বজ্রমুপন্যাসো বর্ণসংহার ইত্যপি।।
—*সাহিত্যদর্পণ* ৬/৮৭-৮৮

৬১ অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দশ।।
—*বিষ্ণুপুরাণ* ৬/৯৭-৮৮

৬২ যমায় ধর্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্বভূতক্ষয়ায় চ।।
ঔডুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় ধর্মায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ।।
—*পুরোহিতদর্পণ*, পৃ. ১১৬-১৭

৬৩ অমৃতা মানদা পূষা তুষ্টিপুষ্টীরতিবৃধৃতিঃ।
শশিনী চণ্ডিকাকান্তির্জ্যোৎস্নাঃ শ্রীঃ প্রীতিরঙ্গদা।
পূর্ণাপূর্ণামৃতাকামদায়িন্যঃ শশিনঃ কলাঃ।।
—*অঙ্কাভিধানের* টীকায় উদ্ধৃত, ১৬

৬৪ গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া।
দেবসেনা স্বধা স্বাহা শান্তিঃ পুষ্টির্ধৃতিস্তথা।
তুষ্টিঃ কুলাত্মাদেব্যৌ চ ষোড়শমাত্রিকা মতাঃ।।
—*অঙ্কাভিধানের* টীকায় উদ্ধৃত, ১৬

৬৫ প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-
হেত্বাভাসচ্ছল-জাতি- নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।।
—*ন্যায়সূত্র*, ১

৬৬ অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দশ।।
আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গন্ধর্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈবেতাঃ।।
—*বিষ্ণুপুরাণ* ৩ /৬/২৮-২৯

৬৭ আদ্যং সর্বপুরাণানাং পুরাণং ব্রাহ্মমুচ্যতে।
অষ্টাদশ পুরাণানি পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে।।
ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবং চ শৈবং ভাগবতং তথা।
অথান্যং নারদীয়ং চ মার্কণ্ডেয়ং চ সপ্তমম্।।
আগ্নেয়মষ্টমং চৈব ভবিষ্যং নবমং তথা।
দশমং ব্রহ্মবৈবর্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতম্।।
বরাহং দ্বাদশং চৈব স্কন্দং চাত্র ত্রয়োদশম্।
চর্তুদশং বামনং চ কৌর্মং পঞ্চদশং স্মৃতম্।
মাৎস্যং চ গারুড়ং চৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃ পরম্।
—*বিষ্ণুপুরাণ* ৩/৬/২১-২৪

৬৮ মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসংবর্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী।।
পরাশরব্যাসশংখলিখিতা দক্ষগোতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ।।
—*শব্দকল্পদ্রুম*, পৃ. ৪৬৮

৬৯ সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। প্রকৃতের্মহান্।
মহতোহংকারোহংকারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ
স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ।
—*সাংখ্যকারিকা*, ৬১

৭০ ইন্দ্রো মরুত্বান্ মঘবা বিড়োজা পাকশাসনঃ।
বৃদ্ধশ্রবা সুনাসীরঃ পুরুহূতঃ পুরন্দরঃ।।

জিষ্ণুর্লেখর্ষভঃ শক্রঃ শতমন্যুর্দিবস্পতিঃ।
সুত্রামা গোত্রভিদ্ বজ্রী বাসবো বৃত্রহা বৃষা।।
বাস্তোষ্পতিঃ সুরপতির্বলারতিঃ শচীপতিঃ।
জম্ভভেদী হরিহয়ঃ স্বারান্নমুচিসূদনঃ।।
সংক্রন্দনো দুশ্চ্যবনঃ তুরাষান্মেঘবাহনঃ।
আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষঃ ঋভুক্ষাস্তস্য তু প্রিয়াঃ।।
—*অমরকোষ*, স্বর্গবর্গ পৃ. ৩৯-৪১

৭১ চিত্রবাণশ্চিত্রবর্মা সুবর্মা দুর্বিমোচনঃ।
অয়োবাহুর্মহাবাহুশ্চিত্রাঙ্গশ্চিত্রকুণ্ডলঃ।।
ভীমবেগো ভীমবলো বলাকী বলবর্দ্ধনঃ।
উগ্রায়ুধঃ সুষেণশ্চ কুণ্ডধারো মহোদরঃ।।
চিত্রায়ুধো নিষঙ্গী চ পাশী বৃন্দারকস্তথা।
দৃঢ়বর্মা দৃঢ়ক্ষেত্রঃ সোমকীর্ত্যনূদরঃ।।
দৃঢ়সন্ধো জরাসন্ধঃ সত্যসন্ধো সদঃ সুবাক্।
উগ্রশ্রবা উগ্রসেনঃ সেনানীর্দুষ্পরাজয়ঃ।।
অপরাজিতঃ কুণ্ডশায়ী বিশালাক্ষো দুরাধরঃ।।
দৃঢ়হস্তঃ সুহস্তশ্চ বাতবেগসুবর্চসৌ।।
আদিত্যকেতুর্বহ্বাশী নাগদত্তোগ্রযায্যপি।
কবচী ক্রথনঃ কুণ্ডী কুণ্ডধারো ধনুর্দ্ধরঃ।।
উগ্রভীমরথৌ বীরৌ বীরবাহুরলোলুপঃ।
অভয়ো রৌদ্রকর্মা চ তথা দৃঢ়রথাশ্রয়ঃ।।
অনাধৃষ্যঃ কুণ্ডভেদী বিরাবী দীর্ঘলোচনঃ।
প্রমথশ্চ প্রমাথী চ দীর্ঘরোমশ্চ বীর্যবান্।।
দীর্ঘবাহুর্মহাবাহুর্ব্যূঢ়োরুঃ কনকধ্বজঃ।
কুণ্ডাশী বিরজাশ্চৈব...।।
—*মহাভারত*, আদিপর্ব, ১১৭/১-১৪

৭২ সহস্রসংখ্যয়া জাতাঃ শাখাঃ সাম্নঃ পরন্তপ।
—*মুক্তিকোপনিষৎ*, ১১।১২।১৩

৭৩ বেদশাখাগ্নিশরাঃ (৫৩০৪) শুদ্ধৈরিষুবাণাগ্নিসায়কাঃ (৫৩৫৫)।।
—*সাহিত্যদর্পণ*, পৃ. ২৯১

৭৪ রাজবশ্যায় ভৃত্যৈ চ রুদ্রাবৃত্তমুদীরয়েৎ।
অর্কাবৃত্ত্যা কাম্যসিদ্ধির্বৈরিহানিশ্চ জায়তে।।
মন্বাবৃত্ত্যা রিপুর্বশ্যস্তথা স্ত্রী বশ্যতামিয়াৎ।
সৌখ্যং পঞ্চদশাবৃত্ত্যা শ্রিয়মাপ্নোতি মানবঃ।।
কলাবৃত্ত্যা পুত্রপৌত্রধনধান্যাগমং বিদুঃ।।
—*শ্রীশ্রীচণ্ডী*, পৃ. ৪২০

৭৫ শাকস্য কালং ত্রিগুণী কৃতঞ্চ
দ্বিবাণবস্বব্ধিসমন্বিতঞ্চ।
রাজা চ মন্ত্রী চ জলাধিপশ্চ

শস্যাধিপঃ স্যান্মুনিভাজিতেন।।
—*কৃষিসংগ্রহঃ*, পৃ. ৫

৭৬ মগণ= হর। যগণ= ইন্দ্রাসন আদি। রগণ= সূর্য, বীণা আদি। সগণ= করতল, কর আদি। তগণ= হীর। জগণ= পয়োধর, ভূপতি আদি। ভগণ=দহন, পিতামহ আদি। নগণ= ভাব, রস, ভামিনী আদি। গগণ = হার, তাটক, নূপুর আদি। লগণ= শর, মেরু, কনক, দণ্ড আদি।
—*বৃত্তমৌক্তিক*, পৃ. ৬১-৬২

সহায়ক গ্রন্থাবলী

অখিলবন্ধু সাহা: *সাংখ্যদর্শন ও ন্যায়দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২

অন্নং ভট্ট: *তর্কসংগ্রহঃ*, শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৯০

অমরসিংহ: *অমরকোষাভিধানম্*, কলিকাতা, ১৮৮৬

অমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য: *ন্যায়প্রবেশ*, কলিকাতা, ১৩৪৮

ঈশ্বরকৃষ্ণ:*সাংখ্যকারিকা*, স্বামী দিবাকরানন্দ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮২

কালিদাস:*মালবিকাগ্নিমিত্রম্*, এস. জি. ঘোষ সম্পাদিত, বোম্বে, ১৯৬৮,
:*শ্রুতবোধঃ*, হেরম্বনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৬১

কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ:*পুরোহিতদর্পণ*, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৮৯

ক্ষেমেন্দ্র: *ক্ষেমেন্দ্র লঘুকাব্যসংগ্রহঃ*, আর্যেন্দ্রশর্মা সম্পাদিত, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দ্রাবাদ, ১৯৬১

গঙ্গাদাস:*ছন্দোমঞ্জরী*, গুরুনাথ বিদ্যানিধি সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৬৩

গুরুপদ হালদার: *ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস*, কলিকাতা, ১৩৫০

চন্দ্রশেখর ভট্ট: *বৃত্তমৌক্তিকম্*, মহামহোপাধ্যায় বিনয় সাগর সম্পাদিত, রাজস্থান, ১৯৬৫

তারানাথ তর্কবাচস্পতি: *বাচস্পত্যাভিধানম্*, কলিকাতা, ১৮৭৩

দামোদর মিশ্র:*বাণীভূষণম্*, পণ্ডিত শিবদত্ত সম্পাদিত, বোম্বে, ১৮৯৫

ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়:*সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮

নগেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তরত্ন: *বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্তা শ্রীশ্রীদুর্গাপূজাপদ্ধতি*, কালিকাতা, ১৩৬৬

পরাশর:*কৃষিসংগ্রহঃ*, শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩২২

পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য: *ভাষাপরিচ্ছেদঃ*, কলিকাতা, ১৩৭৭

পিঙ্গলনাগ: *ছন্দঃশাস্ত্রম্*, পণ্ডিত কেদারনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৬৬

পুরুষোত্তম: *অক্ষাভিধানম্*, শ্রীনাথ তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত, ঢাকা, ১৮৭৫

বিমান ভট্টাচার্য: *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা*, কলিকাতা, ১৯৭২

বিশ্বনাথ কবিরাজ: *সাহিত্যদর্পণঃ*, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৮৬

ব্যাস : *শ্রীশ্রী চণ্ডী*, সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮৩

: *মহাভারতম্ (আদিপর্ব)*, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৮৩

: *বিষ্ণুপুরাণম্*, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৭২

: *শ্রীমদ্‌ভাগবতমহাপুরাণম্*, গোরক্ষপুর, সংবৎ ২০১৮

: *নারদীয়পুরাণম্*, শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮২

: *বামনপুরাণম্*, শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮১

: *অগ্নিপুরাণম্*, শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮০

: *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্*, শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত কলিকাতা, ১৯৭৮

ভট্ট কেদার: *বৃত্তরত্নাকরঃ*, বারাণসী, ১৯৮০

ভরত: *নাট্যশাস্ত্রম্ (গাইকোয়াড সংস্করণ)*, ১ম খণ্ড, এম. আর. কবি সম্পাদিত, ১৯৫৬

ভাস: *স্বপ্নবাসবদত্তম্, রবীন্দ্রনাথ ঘোষঠাকুর সম্পাদিত*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮১

মনু: *মনুসংহিতা*, শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৯৭

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী: *চণ্ডীচিন্তা*, কলিকাতা, ১৩৮৮

রাধাকান্ত রায়: *শব্দকল্পদ্রুমঃ*, কলিকাতা, ১৮৫৮

শঙ্করাচার্য: *মোহমুদ্‌গরঃ*, কলিকাতা, ১৯২২

শ্রীকৃষ্ণ কবি: *মন্দারমরন্দচম্পূঃ*, পণ্ডিত কেদারনাথ ও বাসুদেব লক্ষ্মণশাস্ত্রী পন্‌সীকার সম্পাদিত, নির্ণয় সাগর প্রেস, ১৯২৪

সদানন্দ যোগীন্দ্র: *বেদান্তসারঃ*, ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮০

সুধীর চন্দ্র সরকার: *পৌরাণিক অভিধান*, কলিকাতা, ১৩৮৮

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য: *পুরোহিতদর্পণ*, কলিকাতা, ১৩১১

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য : *সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা*, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭০

স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাদিত) : *উপনিষৎ গ্রন্থাবলী*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা ১৯৬৪

H.D. Velankar (ed.) *Jayadaman*, Bombay, ১৯৪১